গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
আইন শাখা- ১
www.moef.gov.bd

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

বিষয়: পরিবেশ অধিদপ্তরের অধিযাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "Toward a Multisectoral Action Plan for Sustainable Plastic Management in Bangladesh" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ মোস্তফা কামাল সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	১৭ অক্টোবর, ২০২১, বিকাল ৩.৩০ মিনিট
সভার স্থান	:	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন "বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন থ্রিআর (রিডিউস, রিইউজ ও রিসাইকেল) নীতি সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতায় কার্যকর করে প্লাস্টিক বর্জ্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সরকারের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।" হাত ধোঁয়ার বিষয়টি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করায় এখন সব ছেলেমেয়েরা হাত ধুঁতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলার বিষয়টিও আমাদেরকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর ফলে প্লাস্টিক বর্জ্য কোথায় ফেলতে হবে তাতে সবাই আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাবো। প্লাস্টিক স্ক্র্যাপ/বর্জ্য বিদেশ থেকে আমদানি না করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্লাস্টিক স্ক্র্যাপ/বর্জ্য বিদেশ থেকে আমদানি করলে আমাদের দেশে উৎপাদিত বর্জ্য রিসাইক্যাল হবে না। থ্রিআর (রিডিউস, রিইউজ ও রিসাইকেল) নীতিতে কার কি দায়িত্ব হবে তা ঠিক করার জন্য একটি লিস্ট তৈরী করে জমা দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। পরে তিনি "Toward a Multisectoral Action Plan for Sustainable Plastic Management in Bangladesh" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর Power Point Presentation উপস্থাপনের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ জানান।

সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান সভাকে অবহিত করেন, বাংলাদেশের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি/ব্রান্ড মালিকদের অংশগ্রহণে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ "Sustainable Management of Plastic to Leverage Circular Economy and Achieve SDGs in Bangladesh" শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তরের অধিযাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক "Toward a Multisectoral Action Plan for Sustainable Plastic Management in Bangladesh" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে উক্ত খসড়ার উপর আলোচনা হয়। বাংলাদেশে টেকসই প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এটি প্রথম প্ল্যান। এটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি বলেন, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং দ্রুত নগরায়ণের কারণে প্লাস্টিক ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে পরিবেশ দূষণ ক্রমবর্ধমান সমস্যায় পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে Single Use Plastic এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে। প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব নয় বিধায় এর টেকসই ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি/ব্রান্ড মালিকদের অংশগ্রহণে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক "Toward a Multisectoral Action Plan for Sustainable Plastic Management in Bangladesh" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের উপর গত ২৬ জুন, ২০২১ এবং ১৪ আগস্ট, ২০২১ তারিখ বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য সভায় মতামতের আলোকে খসড়া প্রতিবেদনটি সংশোধনপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে ৩৭ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইকেল করা হয়। প্লাস্টিক অ্যাকশন প্ল্যানটি বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ও টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে তা ৫০ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া ২০৩০ সালে মধ্যে ৩০ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করা এবং ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক পরিহার করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া এটি বাস্তবায়নে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্জ্য ও রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা শাখার অধীনে প্লাস্টিক সেল গঠন করার জন্য প্ল্যানে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন এর সভাপতি জনাব শামীম আহমেদ বলেন, ঢাকায় উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যের ১০% সংগ্রহ করা হয়। দেশে ২০০২ সনে জনপ্রতি প্লাস্টিক বর্জ্যের উৎপাদন ছিল ২ কেজি। যদি কোন ব্যবস্থা না নেয়া হয় তবে ২০৩০ সালে জনপ্রতি প্লাস্টিক বর্জ্যের উৎপাদন হবে ৩৫ কেজি। বর্তমানে Single Use Plastic ছাড়া হাসপাতালের কার্যক্রম চলে না। ২০০২ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্লাস্টিক শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করার পরও এর ব্যবহার অনেকগুণ বেড়ে গেছে। তিনি বলেন প্লাস্টিক একটি উদীয়মান শিল্পখাত। বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ৫০০০ এর অধিক প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সম্ভাবনাময়ী এ শিল্পে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সম্প্রসারণশীল। সুতরাং, এ মুহূর্তে এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশ্বে অধিকাংশ দেশ Single Use Plastic এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে সফল হয়নি। কিন্তু, প্লাস্টিক এর পুনঃব্যবহার করে পরিবেশ উন্নত করতে সমর্থ হয়েছে। জাপান এবং সিঙ্গাপুর তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তারা আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, circular economy, waste to energy plant গ্রহণ করে সফল হয়েছে, যা আমাদেরও অনুসরণ করা প্রয়োজন।

জনাব প্রদীপ কুমার মহোত্তম, যুগ্মসচিব, নৌপরিহন মন্ত্রণালয় বলেন, পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করা যাবে না। আমাদেরকে প্লাস্টিক বর্জ্য এর পুনঃব্যবহার করতে হবে। পরিবেশ বিনষ্টকারী সকল ধরণের কর্মকান্ড বন্ধ করতে হবে।

ড. মোঃ আশফাকুল ইসলাম বাবুল, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর পরিচালক বলেন, বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনে কে কি কাজ করবে এ বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। প্লাস্টিক যাতে পরিবেশের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য আমাদের কার কি করণীয় তা আলাদাভাবে দায়িত্ব ঠিক করতে হবে। Single Use Plastic ব্যবহার বন্ধ করতে সচেতনতা তৈরী করতে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এর কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ ইমরান আহমেদ সভাকে জানান যে, দেশে প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার কমিয়ে আনতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পাটের তন্তু থেকে তৈরী সোনালী ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাত করছে। কিন্তু উক্ত ব্যাগের দাম পলিথিন ব্যাগের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় তেমন ক্রেতা আকৃষ্ট করা যায়নি। এছাড়া বিভিন্ন কারণে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম থাকায় উক্ত ব্যাগকে সহজলভ্য করা যায়নি এবং এর প্রচার ও প্রসার ব্যাপকভাবে ঘটেনি। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত সোনালী ব্যাগ এর ব্যবহার বাড়াতে হবে। এতে প্লাস্টিকের উপর নির্ভরশীলতা কমবে।

জনাব এস.এম. আলম, অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বলেন, এনফোর্সমেন্ট অভিযান চালিয়ে প্লাস্টিক পণ্যের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, পরিবহন, প্রদর্শন, ব্যবহার ও বিক্রয় রোধ করা সম্ভব হবে না। এজন্য বিজ্ঞানসম্মত ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বেশী করে প্রচারণা চালাতে হবে। প্লাস্টিক ব্যাগের বিকল্প হিসেবে সোনালী ব্যাগের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সরকারের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরকে উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুযোগ দিতে হবে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী ড. তারিক বিন বলেন, বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে প্রকল্প বাস্তবায়নে কার কি দায়দায়িত্ব তা নিরুপণ করা হয়নি। এ্যাকশন প্ল্যানে দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিতে হবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব জনাব মোঃ শামসুল আলম বলেন, শুধু এনফোর্সমেন্ট অভিযান চালিয়ে প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার রোধ করা যাবে না। ব্যবহৃত পলিথিন ব্যাগ সংগ্রহ করে পাইরোলাইসিস পদ্ধতি ব্যবহার করে তা থেকে জ্বালানি তেল তৈরী করার বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহারের পর এর কি করতে হবে তার সঠিক ম্যানেজমেন্ট থাকতে হবে। এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারনার মাধ্যমে আমাদের সচেতনা বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদেরকে পাতলা পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করার জন্য এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম বাড়াতে হবে। এজন্য Complex Intervention প্রয়োজন হবে। আমাদেরকে ব্যবহার/আচরণ পরিবর্তন করতে হবে। এজন্য আলাদা কৌশল প্রয়োজন হবে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্মসচিব ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই হতে হবে। প্লাস্টিক বর্জ্যের পুনঃ ব্যবহার, পুনঃ চক্রায়ন এবং হ্রাস নীতি কার্যকর করতে হবে।

ঢাকা ওয়াসার নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ফকরুল ইসলাম বলেন, ওয়াসা শান্তি পানির বোতল উৎপাদন করে থাকে। প্লাস্টিক বর্জ্যের পুনঃ ব্যবহার, পুনঃ চক্রায়ন এবং হ্রাস নীতি কার্যকর না হওয়ায় প্লাস্টিক বর্জ্যের কারণে ড্রেন বন্ধ হয়ে যায়। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্লাস্টিক এর ব্যবহার কমিয়ে আনা যেতে পারে। এ বিষয়ে 3R Strategy (reduce, reuse, recycle) প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রাজউক এর প্রধান প্রকৌশলী জনাব আবদুল লতিফ হেলালী বলেন, জাপানে চার ধরণের ডাস্টবিন রাখা হয়। কোন বর্জ্য কোন ডাস্টবিনে ফেলবে তা ডাস্টবিনে লেখা থাকে। আমরাও এ ধরণের ডাস্টবিন ব্যবহার করতে পারি। Single Use Plastic ব্যবহার বন্ধ করতে হলে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। এজন্য উন্নত দেশকে অনুসরণ করে বিন ব্যবহারে ক্যাটাগরী নির্ধারণ করে দিতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২য় সচিব জনাব মোঃ মারুফ উল আবেদীন বলেন, প্লাস্টিক ব্যবহারের দূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এর কার্যক্রম শুরু করতে হবে। প্লাস্টিক ব্যবহারের দূষণ সম্পর্কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তিনি আরো বলেন শুধু প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন করলে হবে না, পণ্যটি ব্যবহারের পর কি করতে হবে এ বিষয়ে পণ্যের মোড়কে নির্দেশনামূলক কথা লিখা থাকতে হবে।

ড: মোঃ সুফিউল্লাহ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, আমাদেরকে ভিজা ও শুকনা বর্জ্য আলাদা করে রাখার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। উৎপাদনকারী কর্তৃক পণ্যের উপর 'পরিশোধন পণ্য' লিখতে হবে।

মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রচুর পরিমাণ নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়েছে। বর্তমানে মজুদ করে রাখার মতো অধিদপ্তরের আর কোনো গোডাউন খালি নেই। জব্দকৃত পলিথিন Dispose করা যাচ্ছেনা। ইতোমধ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। প্লাস্টিক বর্জ্য হতে জ্বালানি উৎপাদন বাড়াতে হবে। প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার রোধে এনফোর্সমেন্ট কোনো সমাধান নয়। এজন্য কার্যকরী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। Extended Producers Responsibility বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণে নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৬(ক) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Delineation of Coastal Zone এর Exposed Coast এর আওতাভুক্ত ১২টি জেলার ৪০টি উপজেলা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর ৮টি এলাকায় Single Use Plastic ব্যবহার বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ৩ বছর মেয়াদী পরিকল্পনাটি অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি কার্যকর করতে আমাদেরকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার রোধে পরিবেশ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি Single Use Plastic ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং-১৪৯৪১/২০১৯ মামলায় গত ০৬-০১-২০২০ তারিখের নির্দেশনার কথাও উল্লেখ করেন।

কেয়া খান, অতিরিক্ত সচিব. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বলেন, প্লাস্টিক বর্জ্য ও Single Use Plastic এর উপর এফবিসিসিআই কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। মন্ত্রণালয় Solid Waste Management Plan তৈরী করেছে। আমাদের Extended Producer Responsibilty প্রয়োগ করতে হবে। তিনি ব্যবসায়ীদের Extended Producer Responsibilty নীতি মেনে চলার অনুরোধ জানান।

এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন বিভিন্ন দেশে প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহারের পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, আমাদের দেশে বর্জ্য সংগ্রহে সঠিক ব্যবস্থাপনা নেই। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে পরিবেশ সম্পত এবং সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। আমাদের বর্জ্য সংগ্রহের পদ্ধতিকে উন্নত করতে হবে। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে করে আমাদের ছোটবেলা থেকেই এ বিষয়ে সুঅভ্যাস গড়ে উঠে। পলিথিনের বিকল্প ব্যবহারের জন্য পাট থেকে তৈরী সোনালী ব্যাগের ব্যবহার বৃদ্ধি, মানুষের কাছে পরিচিতকরণ এবং সহজলভ্য করার জন্য এ ব্যাগের উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ শুধুমাত্র বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের হাতে না রেখে তা উৎপাদনে ব্যবসায়ীদের সুযোগ দিতে হবে। সবুজ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পরিবেশ বান্ধব শিল্প কারখানা স্থাপনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্লাস্টিক স্ক্র্যাপ কোনোভাবেই বিদেশ থেকে আমদানি করা যাবে না। তিনি জানান Plastic Waste আমদানি না করার জন্য লিখিতভাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে এফবিসিসিআই হতে পত্র দেয়া হয়েছে। Single-Use Plastic এর ব্যবহার বন্ধে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে এফবিসিসিআই কাজ করতে আগ্রহী। এজন্য তিনি ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্য বলেন, বাংলাদেশে Single-Use Plastic এর ব্যবহার বন্ধে সরকারের একার পক্ষে বা কোনো একটি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য একটি সামগ্রিক এবং সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশে টেকসই প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র,ন,	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১।	সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণের প্রাপ্ত মতামত এর আলোকে "Toward a Multisectoral Action Plan for Sustainable Plastic Management in Bangladesh" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনটি সংশোধন করে প্রেরণ করতে হবে;	বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি
২।	প্লাস্টিক স্ক্র্যাপ/বর্জ্য বিদেশ থেকে আমদানি না করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৩।	পলিথিনের বিকল্প হিসেবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত পাট থেকে তৈরী সোনালী ব্যাগের ব্যবহার বাড়াতে হবে। এটি সহজলভ্য করার জন্য এর উৎপাদন শুধু বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের হাতে না রেখে বেসরকারী খাতে দেয়া যেতে পারে;	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৪।	বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই এ প্লাস্টিক ব্যবহারের দূষণ সম্পর্কে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ৩) কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৫।	প্লাস্টিক পণ্যে উৎপাদনকারী কর্তৃক পণ্যটি ব্যবহারের পর কি করতে হবে এ বিষয়ে পণ্যের মোড়কে নির্দেশনামূলক লিখা রাখতে হবে। উৎপাদনকারী কর্তৃক পণ্যের উপর 'পরিশোধন পণ্য' লিখতে হবে।	এফবিসিসিআই ও বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন
৬।	Extended Producers Responsibility বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণে নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।	পরিবেশ অধিদপ্তর
৭।	Delineation of Coastal Zone এর Exposed Coast এর আওতাভুক্ত ১২টি জেলার ৪০টি উপজেলা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর ৮টি এলাকায় Single Use Plastic ব্যবহার বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ৩ বছর মেয়াদী পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	পরিবেশ অধিদপ্তর

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮/১০/২০২১

মোঃ মোস্তফা কামাল
সচিব

স্মারক নং ২২.০০.০০০০.০৭৬.০৪.৮৫.২১-২৮৮ তাং ৩১/১০/২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১ মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২ সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ববোর্ড, ঢাকা
৩ সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪ সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৫ সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬ সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭ সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮ সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সচিব,
৯ সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০ সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১ সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২ সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩ সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪ সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫ সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা
১৬ মহপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, আগারগাঁও, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
১৭ মহাপরিচালক, বিএসটিআই, মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও, শিল্প এলাকা, ঢাকা
১৮ অতিরিক্ত সচিব (সকল), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১৯ মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
২০ মহাপরিচালক, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১ কাওরান বাজার, টিসিবি ভবন, ঢাকা
২১ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
২২ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ, মতিঝিল, ঢাকা
২৩ চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম/মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
২৪ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা
২৫ চেয়ারম্যান রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, দিলকুশা, ঢাকা
২৬ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, পর্যটন ভবন, লেভেল ৯-১০, ই ৫ সি/১, পশ্চিম আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
২৭ যুগ্মসচিব (পদূনি), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
২৮ উপসচিব পরিবেশ-২ শাখা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
২৯ সভাপতি, এফবিসিসিআই, ঢাকা
৩০ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ প্লাস্টিক প্রোডাক্ট প্রডিউসার এন্ড এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন, পল্টন টাওয়ার, পুরানা পল্টন, ঢাকা
৩১ সভাপতি, কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাড়ী, ৮/৬ সেগুন বাগিচা, ঢাকা
৩২ ..... প্রতিনিধি, বিশ্ব ব্যাংক, আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।

৩১/১০/২০২১

মোঃ শওকতুল আম্বিয়া
সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৪৫৩৭৮
ইমেইল: sawkatulambia@gmail.com

পরিশিষ্ট-ক

World Bank কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "Toward a Multisectoral Action Plan for Sustainable Plastic Management in Bangladesh" শীর্ষক প্রতিবেদনের উপর ১৭/১০/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার উপস্থিতি তালিকা :

ক্রম	নাম, পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নং ও ই-মেইল ঠিকানা	স্বাক্ষর
১.	বৃশাত মিশাত Env. Specialist World Bank	01819498828 bnishat@worldbank.org	B. Mishat
২.	Iqbal Ahmed Sr. Env. Specialist WB	01312533364 iahmed1@worldbank.org	Ahmed.
৩.	Eun Jee Yi Sr. Env. Specialist World Bank	01778092550 eyi@worldbank.org	
৪.	Md. Mustafizur Rahman DS, LGD	01711235628 Lglaw2@lgd.gov.bd	17.10.2021
৫.	Pradip Kr. Mahottam Joint Secretary, M/O Shipping	01715401885 pkmahottam@gmail.com	
৬.	Jahora Sindes Deputy Director BSTI	01727031406 jahorasindes@gmail.com	17/10/21
৭.	Dipak Kumar Biswas Deputy Secretary, IRD Ministry of Finance.	01716166165 Prof.dipakkumar@gmail.com.	১৯/১০/২০২১
৮.	Keya Khan Additional Secretary MOEFCC	01713038706	১৯/১০/২১
৯.	S.M. ALAM Additional Secretary MoIND	01711113131	19.10.2021
১০.	Md. Ashraf Uddin DG Dept. of Environment	01714352849	
১১.	Shamim Ahmed President - BPGMEA	01711542273	
১২.	D. Md. Sufiullah Exen, WMD, DSCC	9968468367	
১৩.	Md. Fokrul Islam Exen, DWASA	01715059822 fokrul.dwasa@gmail.com	

World Bank কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "Toward a Multisectoral Action Plan for Sustainable Plastic Management in Bangladesh" শীর্ষক প্রতিবেদনের উপর ১৭/১০/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার উপস্থিতি তালিকা :

ক্রম	নাম, পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নং ও ই-মেইল ঠিকানা	স্বাক্ষর
১৪.			
১৫.	মো: শওকতুল আম্বিয়া সহকারী সচিব MoEF&CC	01716241692 sawkatulambia@gmail.com	
১৬.	ড. মো: আশরাফুল ইসলাম ডাইরেক্টর, বাপিইডব্লিউ ব্যুরো পরিবেশ অধিদপ্তর	01911040555 asfq2017@gmail.com	১৭/১০/২০২১
১৭.	ড. মো: রফিকুল ইসলাম যুগ্মসচিব পরিকল্পনা ও মনিটরিং বিভাগ	01720309250 rafiqjp@gmail.com	
১৮.	মো: মাসুম আরেফিন উপপরিচালক বেজা, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর	01911825505 arefinmasum@yahoo.com	১৭/১০/২০২১
১৯.	মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম উপসচিব পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	01797435903 taufiq28@gmail.com	১৭/১০/২০২১
২০.	মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল উপসচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	01720575595 awal24bcs@gmail.com	১৭/১০/২০২১
২১.	মুহাম্মদ মহিউদ্দিন চৌধুরী যুগ্ম-পরিচালক বিআইডব্লিউটিএ	01920326791 mohiuddin.iwt@gmail.com	১৭/১০/২০২১
২২.	মো: শামসুল আলম উপসচিব নদী পরিদর্শন বিভাগ	01712983088 shamsmd68@gmail.com	১৭/১০/২১
২৩.	মো: নূর আলম সিদ্দিকী পাইলট (ইনচার্জ) চট্টগ্রাম বন্দর, চট্টগ্রাম	01717-547727. noorakam.mariner44.nas@gmail.com	17/10/21
২৪.	মো: মারুফ বিন আরেফীন যুগ্ম সচিব, ডাটা ম্যানেজমেন্ট সেল	01678668772 marufnbr@gmail.com	17.10.21
২৫.	মো: তৌফিকুর রহমান SAS Ministry of Science & Tech.	01715407752 toufikurc_12@yahoo.com	17.10.2021
২৬.	আবদুল লতিফ হেলালী প্রধান প্রকৌশলী, বাজেট PD/WRP, BWDB	01730013947 helalybangladesh@gmail.com	17/10/2021

ক্রম	নাম, পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নং ও ই-মেইল ঠিকানা	স্বাক্ষর
১৮. ২৭	Md. Imran Ahmed DS. Textiles & Jute Ministry	01714766716 imran200877@gmail.com	29/11/22
১৯. ২৮	Md. Waliar Rahman Mamun	FBCCI 01988796180	
২০. ২৯	Dr. TARIQ BIN YOUSUF, Addl. CE	DNCC 01817578326	
২১. ৩০	Md. Jahirul Islamkhan Deputy Secretary	Ministry of Housing & Public Works 01712601595	
২২. ৩১	Ashikur Rahman Deputy Town Planner (C.C.) RAJUK	01678112637 arahman.buet@gmail.com	
২৩. ৩২	JASHIM UDDIN President FBCCI	Juddin@bangl.com.bd	
২০.			
২১.			
২২.			
২৩.			
২৪.			
২৫.			
২৬.			
২৭.			
২৮.			